সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৫৯
WEEKLY BOOKLET:259

ইমাম জয়নুল আবেদীন عليه رحمة الله এর বাণীসমগ্র

উপস্থাপনায়
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিস
(দাওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ইমাম জয়নুল আবেদীন رحمۃ اللہ علیہ এর বাণীসমগ্র

আত্তারের দোয়া: হে **মুস্তফার প্রতিপালক**! যে ব্যক্তি এই **"ইমাম জয়নুল আবেদীন رحمۃ اللہ علیہ এর বাণীসমগ্র"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে সাহাবা ও আহলে বাইতের বাণীসমগ্রের উপর আমল করা ও তা প্রসার করার তৌফিক দান করো এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

ইমাম জয়নুল আবেদীন رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা আহলে সুন্নাতের নিদর্শন। **(আল কওলুল বদীই, ১৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫)**

মুঝে তুম মসলকে আহমদ রযা পর ইস্তিকামত দো
বনো খেদমত গুযার আহলে সুন্নাত ইয়া রাসূলাল্লাহ

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৩৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রথমে জ্ঞানার্জন কারীর মর্যাদা

যে তোমাদের পূর্বে কোন ইলম অর্জন করে নিলো তবে সে সেই ব্যাপারে তোমাদের নির্দেশক, হোক সে বয়সে তোমাদের ছোট। (ইহইয়াউল উলুম, ১/১৯৭)

ওলামাগণ আম্বিয়াদের ওয়ারিশ

দুনিয়ায় মানুষের সর্দার হলো দানশীল আর আখিরাতে দ্বীনদার এবং জ্ঞানী ও অনুগ্রহশীল হবে, কেননা ওলামায়ে কিরাম হলেন আম্বিয়াগণের ওয়ারিশ। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৪১/৩৮৫)

উচ্চ মর্যাদাবান কে?

আরয করা হলো: মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদাবান কে? বললেন: যার কাছে দুনিয়ার কোন মূল্য নেই। (তাযকিরাতু হামদুনিয়া, ১/১১২, নম্বর ২২২)

দুনিয়া ও আখিরাত

দুনিয়া হলো ঘুম (অর্থাৎ উদাসিনতার জায়গা) আর আখিরাত হলো জাগরণ (এর জায়গা) এবং আমরা এর মাঝে চিন্তিত স্বপ্নের মতোই। (রবিউল আবরার, ১/৩৭, নম্বর ৪৭)

www.dawateislami.net

সত্যিকার ধার্মিক?

হযরত আলী বিন হোসাইন (অর্থাৎ ইমাম জয়নুল আবেদীন) رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে ধার্মিক (অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত ব্যক্তির) গুণাবলীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি বললেন: যে পাথেয় ব্যতীত (গন্তব্য পর্যন্ত) পৌঁছে, নিজের মৃত্যুর দিনের প্রস্তুতি রাখে এবং (আখিরাতের আগ্রহে) নিজের জীবনের প্রতি বিরক্ত হয়ে যায়।

(আল মুন্তাখাব মিন কিতাবুয যুহ্দ ওয়ার রাকায়িক, ৮৩ পৃষ্ঠা, নম্বর ৪৪)

ভাল ও মন্দের আয়না

চিন্তা ভাবনা এমন এক আয়না, যা মুমিনকে তার ভাল ও মন্দ দেখিয়ে দেয়। **(তারিখে ইবনে আসাকির, ৪১/৪০৮)**

ঐ ব্যক্তির প্রতি বিস্ময়!

আমার ঐ গর্ব করা অহঙ্কারীর প্রতি বিস্ময় হয়, যে কাল পর্যন্ত শুধু (অপবিত্র) পানির ফোঁটা ছিলো এবং কিছুদিন পর (কবরে) পঁচা গলিত লাশ হয়ে যাবে, আর আমার এমন ব্যক্তির প্রতি খুবই বিস্ময় হয়, যে **আল্লাহ পাকের** (অস্তিত্বের) ব্যাপারে সন্দেহ করে অথচ সে নিজের সৃষ্টি হওয়াকে দেখছে (যা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের স্পষ্ট দলীল)। আর আমার এমন

www.dawateislami.net

ব্যক্তির প্রতিও বিস্ময় হয়, যে কিয়ামতের দিন আবারো জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করে, অথচ সে প্রথমবার সৃষ্টি হওয়াকে দেখছে (কেননা যে **প্রতিপালক** প্রথমবার সৃষ্টি করতে পারেন, তিনি দ্বিতীয়বারও জীবিত করতে পারেন) আর আমার এরূপ ব্যক্তির প্রতিও বিস্ময় হয়, যে ধ্বংস হয়ে যাওয়া দুনিয়ার জন্য তো কাজ করে কিন্তু সর্বদা স্থায়ী ঘরকে (আখিরাত) ছেড়ে দিয়েছে। (আর রুহুল বয়ান প্রণেতা শায়খ ইসমাইল হক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরো কিছু বৃদ্ধি করেছেন:)

বুদ্ধিমানদের জন্য আবশ্যক যে, তারা যেনো মৃত্যু আসার পূর্বে এই কাজগুলো থেকে শিক্ষা অর্জন করে, তাদের উচিৎ যে, **আল্লাহ পাক**কে স্মরণ রেখে সত্যের পথে সকাল সন্ধ্যা চেষ্টা করা এবং মৃত্যুর পূর্বে এর প্রস্তুতি নিয়ে রাখা, কেননা সময় বাতাসের গতির ন্যায় অতিবাহিত হচ্ছে। ঐ লোকেরা কোথায়! যারা নবী ও রাসূলকে অস্বীকার করতো আর তাঁদেরকে অস্বীকার করতে থাকে? **আল্লাহ**র শপথ! তারা মারা গেছে ও অতি শীঘ্রই এই সমগ্র বিশ্বজগত শেষ হয়ে যাবে, ব্যস এই বিশ্বজগতে ফিরিশতা, জ্বিন ও মানুষের মধ্যে কেউ অবশিষ্ট থাকবে না, আমলনামা বন্ধ করে দেয়া হবে এবং কিয়ামত সংগঠিত হবে, এতে সকল ছোট বড় আমল

www.dawateislami.net

প্রকাশ হয়ে যাবে, হায় আফসোস! দূর্ভাগাদের অপমান ও অপদস্ততা! নেককার লোকদের সৌভাগ্য। **হে আমাদের প্রতিপালক!** আমরা তোমার নিকট মৃত্যুর স্মরণ, নেকীর উপর অটলতা এবং জাহেরী ও বাতেনীভাবে সরল পথে চলতে থাকা প্রার্থনা করছি, **হে মহা-ক্ষমতাবান! হে সাহায্যকারী!** আমরা দূর্বলদেরকে সাহায্য করো। اٰمِین

(তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৪র্থ পারা, আ'রাফ, ৮নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/১৩৬)

অবাধ্য শরীর

নিশ্চয় শরীর যখন অসুস্থ হয় না, তখন অবাধ্য হয়ে যায় আর অবাধ্য শরীর থেকে কল্যাণের কোন আশা থাকে না।

(সিয়রে আলামুন নাবলা, ৫/৩৩৮)

না জেনে কারো ব্যাপারে কথা বলবে না

কোন ব্যক্তি অন্য কারো ব্যাপারে এমন কোন কল্যাণের কথা বলবে না, যা সে নিজেও জানে না, কেননা হয়তো সে তার ব্যাপারে এমন কোন মন্দের কথাও বলে দিবে, যা তার জানা নেই। আর যখন তোমাদের মধ্যে দু'জন লোক **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতার প্রতি বন্ধুত্ব করে নেয় তবে সেই দু'জন **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতাতেই পৃথক হয়ে থাকে।

(তাহযিবুল আকমাল, ২০/৩৯৮)

www.dawateislami.net

সত্যিকার ভ্রাতৃত্ব

তিনি এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি তোমার (দ্বীনি) ভাইয়ের পকেটে হাত দিয়ে তার অনুমতি ব্যতীত নিজের ইচ্ছা মতো কোন কিছু বের করতে পারো? সে উত্তর দিলো: না। তখন তিনি বললেন: (যদি এমন হয়) তবে তোমরা উভয়ের মধ্যে (এখনো পর্যন্ত সত্যিকার) ভ্রাতৃত্ব নেই। (কুতুল কুলুব, ২/৩৭৪)

বন্ধুত্ব ও শত্রুতায় সতর্কতা

কোন ব্যক্তির সাথে কখনোই শত্রুতা রাখবে না, যদিও তোমার মনে হয় যে, সে তোমার ক্ষতি করবে না এবং কারো উপহার কখনোই নিকৃষ্ট মনে করবে না, যদিও তোমার মনে হয় যে, সে তোমার কোন ক্ষতি করবে না, কেননা তোমরা জানো না যে, কখন তোমাকে তোমার বন্ধুর প্রয়োজন হয়ে যায় আর তোমরা জানো না যে, কখন নিজের শত্রুকে ভয় করতে হবে আর যখন কেউ তোমার নিকট অপারগতা (ক্ষমা প্রার্থনার কোন কারণ) নিয়ে আসে তবে তার অপারগতা কবুল করো, যদিও তোমরা জানো যে, সে ব্যক্তি মিথ্যুক।

(আত তাযকিরাতুল হামিদুনিয়া, ৪/৩৫৭, নম্বর ৯০১)

www.dawateislami.net

তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকুন!

তাকদীরের অপছন্দনীয় কাজ (অর্থাৎ কঠোরতা) এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, নিশ্চিত যে, উচ্চ মর্যাদার অন্তর্ভূক্ত।

(উয়ুনুল আখবার, ২/৪০৩)

কঠোরতায় ধৈর্যধারণ করো!

হে আমার সন্তান! কঠোরতায় ধৈর্যধারণ করো, কারো হক নষ্ট করো না এবং নিজের ভাইকে এমন কাজে নিক্ষেপ করো না, যার ক্ষতি তোমাদের জন্য এর (অস্থায়ী) উপকার থেকে বেশি হয়। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৪১/৪০৮)

অন্তরে ভালবাসা প্রদানের মাধ্যম

নিশ্চয় সে তোমাকে নিজের ভালবাসার কয়েদী বানিয়ে নিয়েছে, যে তোমার অনুগ্রহ মান্য করাতে অগ্রগামী হলো।

(তারিখে ইবনে আসাকির, ৪১/৪০৯)

দানশীল কে?

দানশীল সে নয়, যে চায় তাদেরকে দেয় বরং দানশীল সে, যে **আল্লাহ পাকের** অনুগতদের হক আদায় করাতে অগ্রগামী হয় এবং নিজের প্রশংসা কামনা করে না, তবে শর্ত হলো যে, যেনো **আল্লাহ পাকের** দরবার থেকে পরিপূর্ণ সাওয়াবের বিশ্বাস রাখে। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/৩০৪)

দানশীল ও কৃপণের মধ্যে পার্থক্য

দানশীল (**আল্লাহ পাকের**) অনুগ্রহের উপর খুশি হয়ে থাকে, আর কৃপণ নিজের সম্পদের উপর গর্ব করে থাকে।

(আত তাযকিরাতুল হামদুনিয়া, ২/২৬২, নম্বর ৬৮২)

মেহমানদারী উন্নত চরিত্রের নিদর্শন

উন্নত চরিত্রের নিদর্শন হলো যে, বান্দা তার মেহমানের (স্বয়ং) মেহমানদারী করা, যেমনটি হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام নিজে তাঁর পরিবারের সাথে মেহমানদের মেহমানদারী করতেন।

(আল মুস্তাতরাফ, ১৯৪ পৃষ্ঠা। রবিউল আবরার, ৩/২২৭)

কিয়ামতে প্রশান্তিময় চোখ

কিয়ামতের দিন তিনটি চোখ ব্যতীত সকল চোখ জাগ্রত (অর্থাৎ পেরেশান) থাকবে: (১) ঐ চোখ, যা **আল্লাহ পাকের** পথে জাগ্রত থাকে (২) ঐ চোখ, যা **আল্লাহ পাকের** হারামকৃত কাজ থেকে বাঁচতে থাকে এবং (৩) ঐ চোখ, যা **আল্লাহ পাকের** ভয়ে (কান্না করতে) থাকে।

(আত তাযকিরাতুল হামদুনিয়া, ১/১১৬, নম্বর ২৩৬)

www.dawateislami.net

রমযানে উদাসিনতায় থাকাদের প্রতি বিস্ময়!

ইমাম জয়নুল আবেদীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঈদের দিন মানুষদের দেখলেন যে, তারা হাসছে, তখন তিনি বলেন: নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** রমযান মাসকে নিজের সৃষ্টির জন্য (আমলের) ময়দান বানিয়েছেন, যাতে লোক তার পছন্দনীয় কাজ আদায় করার সাথে অগ্রগামী হয়ে যায়, অতএব একটি সম্প্রদায় এই ব্যাপারে অগ্রগামী হলো তখন তারা সফল হয়ে গেলো এবং একটি সম্প্রদায় পেছনে রয়ে গেলো, ফলে তারা ক্ষতিতে রয়েছে, তবে তখন উদাসিনতায় থেকে হাস্যরতদের প্রতি বিস্ময় যে, যাতে নেককার লোকেরা সফল হয় এবং খারাপ কাজের লোকেরা ক্ষতিতে থাকে, **আল্লাহ**র শপথ! যদি পর্দা উঠিয়ে দেয়া হয় তবে নতুন কাপড় পরিধান করা এবং চুল আঁচড়ানোর নেক লোকেরা নিজের উপর হওয়া অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতায় এবং মন্দ লোকেরা নিজের গুনাহের উপর লজ্জিত হওয়াতে লিপ্ত হয়ে যাবে। (আত তাযকিতুল হামদুনিয়া, ১/১১৭, নম্বর ২৪০)

জ্ঞানীদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট

বিচক্ষণতার উপস্থিতি নিরাপত্তার নিদর্শন। জ্ঞানীদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট আর মূর্খদের জন্য বিস্তারিত বর্ণনাও

www.dawateislami.net

অনুপকারী এবং যদিও যতই উপকারী বিষয় হোক না কেন, খারাপভাবে শুনা অবস্থায় তা দ্বারা উপকরীতা অর্জন করা যায় না। (আত তাযকিরাতুল হামদুনিয়া, ১/২৭৩, নম্বর ৭০৫)

কথাবার্তার কৌশল ও ভূলত্রুটি থেকে সুরক্ষা

যদি মানুষ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় প্রশ্নাবলীকে প্রাধান্য দেয় এবং বয়ানের যথার্থতা জেনে নেয় তবে সে নিজের অন্তরে ঝুলে থাকা কথার গভীরেও পৌঁছে যেতে পারবে, তাছাড়া এতে তার এমন বিশ্বাস নসীব হবে, যা তাকে নিজের আমলের (ফলাফল) ব্যতীত (মানুষের পক্ষ থেকে সৃষ্টি করা) সকল অবস্থায় ত্রুটি থেকে সুরক্ষিত রাখবে, কিন্তু এরূপ কাজ পর্যন্ত অল্প সময়ে পৌঁছা আর তা একটু চিন্তা ভাবনা দ্বারা অর্জিত হয়না বরং এর জন্য তাকে অনেক গভীরভাবে এমন লোকদের যাচাই বাচাই করতে হবে, যারা অজ্ঞতা, আত্মভোলা এবং চাহিদার অতলে গ্রেফতার আর ইলম থেকে উদাসিন হয়ে খারাপ কাজে লিপ্ত রয়েছে।

(আল বয়ান ওয়াত তাইবিন, ১/৮৪)

গীবত থেকে বেঁচে থাকার প্রতিদান

(কাউকে গীবত করতে শুনে বললেন:) গীবত থেকে বেঁচে থেকো, কেননা এটি জাহান্নামের কুকুরের খাবার,

www.dawateislami.net

তাছাড়া যে ব্যক্তি মানুষের সম্মান ক্ষুন্ন করা থেকে বিরত থাকে তবে **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন তার গুনাহের মার্জনা করবেন।

(রবিউল আবরার, ২/৩২০, নম্বর ৫৫। আল মুখতার মিন মানাকিবিল আখবার, ৪/৪২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কারবালার মজলুম হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ গীবতকারীকে মানবরূপী কুকুরের সাথে এই কারণেই তুলনা করেছেন যে, কুরআনে মজীদ ও হাদীসে মুবারাকায় গীবতকে মৃতের মাংস খাওয়ার মতো বলা হয়েছে আর মৃতের মাংস খাওয়া কুকুরের কাজ, অতএব গীবতকারী যেনো কুকুরের মতো হয়ে মানুষের দল থেকে বের হয়ে গেছে, কেননা যদি মানুষ হতো তবে তাদের মাঝে মানুষের গুণাবলী থাকতো আর মানুষের স্বভাব তাদের মাঝে পাওয়া যেতো, কারো গীবত করতো না, কারো মাংস কুকুরের মতো খেতো না। **(গীবত কি তাবাকারিয়াঁ, ৩২৪ পৃষ্ঠা)**

নবী কা সদকা সদা গীবতোঁ সে দূর রাখনা
কভী ভি চুগলী করোঁ মে না ইয়া রব!
তেরে হাবীব আগর মুসকুরাতে আ'জায়ে
তু গোরে তিরা মে হো জায়ে চান্দ না ইয়া রব!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাগের ক্ষতি

রাগের অবস্থায় বান্দা **আল্লাহ পাকের** গযবের অধিক নিকটবর্তী হয়ে যায়। (আল মুসতাতরাফ, ২০৩ পৃষ্ঠা)

কারো উপর কারো শ্রেষ্ঠত্ব নেই

কেউ অন্য কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেখাবে না, কেননা তোমরা সবাই গোলাম (অর্থাৎ বান্দা) হও এবং তোমাদের মুনিব (অর্থাৎ পালনকর্তা) একই।

(আত তাযকিরাতুল হামদুনিয়া, ৩/৩৯০, নম্বর ১০৫১)

মৃত্যুকে অস্বীকার করা যায় না

ইমাম জয়নুল আবেদীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাহজাদার ইন্তিকাল শরীফ হলো, তখন তিনি প্রলাপ (অর্থাৎ উচ্চ আওয়াজে কান্না করা) করলেন না এবং বললেন: এটি (মৃত্যু) এমন বিষয়, আমরা যার আশা রাখি, ব্যস যখন তার এসে গেলো, তখন আমরা তা অস্বীকার করি না। (আত তাযকিরাতুল হামদুনিয়া, ৪/১৯৫, নম্বর ৪৭৫। আল মুখতার মিন মানাকিবিল আখবার, ৪/৩৯)

সবচেয়ে বড় একাকিত্ব

সবচেয়ে বড় একাকিত্ব হলো নিজের প্রিয়দের হারিয়ে ফেলা। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/১৫৮, নম্বর ৩৫৪০)

www.dawateislami.net

ইমাম জয়নুল আবেদীনের দোয়া

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই দোয়া করতেন: "اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ اَنْ تُحَسِّنَ فِیْ لَوَائِعِ الْعُیُوْنِ عَلَانِیَتِیْ وَتُقَبِّحَ فِیْ خَفِیَّاتِ الْعُیُوْنِ سَرِیْرَتِیْ اَللّٰهُمَّ کَمَا اَسَأْتُ وَاَحْسَنْتَ اِلَیَّ فَاِذَا عُدْتُّ فَعُدْ عَلَیَّ অর্থাৎ **হে আল্লাহ পাক!** আমি এই বিষয়ে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি যে, আমার জাহেরী কাজ তো ভাল কিন্তু গোপন কাজ খারাপ হওয়া থেকে। **হে আল্লাহ পাক!** আমার মন্দ আমলের পরও যেভাবে তুমি আমার সাথে কল্যাণময় আচরণ করেছো, তেমনিভাবে যদি আবারো আমার দ্বারা অলসতা হয়, তবে তুমি আমার সাথে মার্জনা সূলভ আচরনই করো।" (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/১৫৮, নম্বর ৩৫৪০)

ইবাদতের ক্ষেত্রে মানুষের প্রকারভেদ

(ইবাদতের ক্ষেত্রে মানুষ তিন প্রকার:) (১) কিছু লোক **আল্লাহ পাকের** ইবাদত ভয়ের কারণে করে থাকে, এটা গোলামের মতো ইবাদত। (২) কিছু লোক জান্নাত লাভের জন্য ইবাদত করে থাকে, এটা ব্যবসায়ীদের ন্যায় ইবাদত। (৩) আর কিছু লোক কৃতজ্ঞতা হিসাবে ইবাদত করে থাকে, এটা স্বাধীন লোকেদের ইবাদত। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/১৫৮, নম্বর ৩৫৪০) এটি সম্ভবত মওলা আলীরও উক্তি।

www.dawateislami.net

সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী কে?

সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী হলো সেই, যে **আল্লাহ পাকের** প্রদত্ত রিযিকের প্রতি অল্পেতুষ্টিতা করে।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/১৫৯, নম্বর ৩৫৪৩)

আমাকে আমার মর্যাদার চেয়ে উন্নীত করো না

আমাকে ইসলামের জন্য ভালবাসো এবং আমাকে আমার মর্যাদার চেয়ে বেশি উন্নীত করো না।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/১৬১, নম্বর ৩৫৫২)

নম্রতার মূল্য

আমি নম্রতার যতটুকু অংশ পেয়েছি, এর বদলে যদি লাল উটও পেয়ে যাই তবে আমার তা পছন্দ নয়।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/১৬১, নম্বর ৩৫৫৩)

দ্বীনি উপকারকারীর সহচর্য অবলম্বন করো

হযরত মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন মাদাইনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: হযরত আলী বিন হোসাইন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا নিজের সম্প্রদায়ের হালকা ছেড়ে হযরত যায়িদ বিন আসলাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর হালকায় গিয়ে বসে যেতেন এবং বলতেন: "মানুষ তাঁরই পাশে বসে, যে দ্বীনি ক্ষেত্রে তাকে উপকৃত করে।" **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/১৬১, নম্বর ৩৫৫৬)**

www.dawateislami.net

আমাকে অধিকহারে কাঁদার জন্য নিন্দা করো না

হে লোকেরা! আমাকে (অধিকহারে কাঁদার জন্য) নিন্দা করো না, কেননা হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام নিজের এক সন্তানকে (হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام কে) হারিয়ে ছিলেন তো এমনভাবে কেঁদেছিলেন যে, তাঁর চোখ সাদা হয়ে গেলো (অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি দূর্বল হয়ে গেলো) অথচ তিনি (নিজেই) জানতেন না যে, সন্তানের ওফাত হয়ে গেছে (নাকি জীবিত আছে), আর আমি আমার পরিবারের ১৪জন সদস্যকে আমার চোখের সামনে একই যুদ্ধে (কারবালার ময়দানে) শহীদ হতে দেখেছি, তোমরা কি মনে করো যে, তাদের বেদনা আমার অন্তর থেকে বের হয়ে যাবে?

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/১৬২, নম্বর ৩৫৫৭)

ধৈর্যের প্রতিদান

কিয়ামতের দিন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে যে, "ধৈর্যধারণকারীরা কোথায়?" তারা বলবে: "আমরা **আল্লাহ পাকের** আনুগত্যের উপর অটল এবং **তাঁর** অবাধ্যতা থেকে বিরত ছিলাম।" তাদেরকে বলা হবে: "জান্নাতে প্রবেশ করো, তোমরা সত্য বলেছো।" **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/১৬২, নম্বর ৩৫৫৯)**

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের তাওবাকারীদের প্রতি ভালবাসা

হযরত আবু জাফর মুহাম্মদ বাকের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আমার সম্মানিত পিতা হযরত আলী বিন হোসাইন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا দুইবার নিজের সমস্ত সম্পদ **আল্লাহ পাকের** পথে ব্যয় করে দিয়েছেন এবং বলেছেন: "নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** তাওবাকারী গুনাহগার মুমিনকে ভালবাসেন।"

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/১৬৪, নম্বর ৩৫৬২)

"নেকীর দাওয়াত" এর গুরুত্ব

"اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْف وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَر" অর্থাৎ নেকীর দাওয়াত দেয়া ও খারাপ কাজ থেকে নিষেধকারী কাজ ছেড়ে দেয়া ব্যক্তি এমন যে, যেনো কিতাবুল্লাহকে পেছনে রেখে দিলো, কিন্তু যখন সে বাঁচার পথ অবলম্বন করার জন্য এমন করলো তখন তা ভিন্ন।" জিজ্ঞাসা করা হলো: বাঁচার পথ কি? বললেন: "সে অত্যাচারী বাদশাহের অত্যাচার ও নিপীড়নকে ভয় করলো।" **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/১৬৪, নম্বর ৩৫৬৪)**

জান্নাত কিভাবে প্রার্থনা করবে?

"তোমাদের মধ্যে কেউ এটা বলো না যে, হে **আল্লাহ পাক**! আমাকে জান্নাত সদকা করে দাও, কেননা সদকা তো

www.dawateislami.net

গুনাহগারদের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে বরং এভাবে বলো: হে **আল্লাহ পাক**! আমাকে জান্নাত দান করো বা আমাকে জান্নাত দান করে কৃতজ্ঞ বানাও।" (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/১৬৫, নম্বর ৩৫৬৬)

আল্লাহর গযব দূরকারী আমল

আমি এই বিষয়টি পেয়েছি যে, গোপনে সদকা করা **আল্লাহ পাকের** গযবকে দূর করে দেয়। (মাসালিকুস সালিকিন, ১/২১২)

ইমাম জয়নুল আবেদীনের ভাষায়

শায়খাঈনের মর্যাদা

এক ব্যক্তি ইমাম জয়নুল আবেদীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: "مَاكَانَ مَنْزِلَةُ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ অর্থাৎ হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এবং হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যুগে কিরূপ মর্যাদা ছিলো?" ইরশাদ করলেন: "كَمَنْزِلِهِمَا الْيَوْمَ هُمَا ضَجِيْعَاهُ অর্থাৎ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যুগে তাঁদের যেই মর্যাদা ছিলো, তা এখনো রয়েছে যে, উভয় মনিষী তখনো **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বন্ধু ছিলেন এবং আজও মাযারে **তাঁর** বন্ধু।

(মানাকিবে আমীরুল মুমিনিন ওমর বিন খাত্তাব, ৩৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

ন্যায়পরায়ণের মৃত্যুর তোয়াক্কা নেই

(তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সফরের সময় তাঁর আব্বাজান ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে আরয করলেন:) আব্বাজান! যখন আমরা ন্যায়ের উপর রয়েছি, তখন আমাদের মৃত্যুর কোন তোয়াক্কা নেই। (তারিখে তাবারী, ৯/২১৬)

ইমাম জয়নুল আবেদীনের মীনায় দোয়া

একবার তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মীনায় এই দোয়া করেন:

كَمْ مِنْ نِّعْمَةٍ اَنْعَمْتَهَا عَلَيَّ قَلَّ لَكَ عِنْدَهَا شُكْرِيْ، وَكَمْ مِّنْ بَلِيَّةٍ اِبْتَلَيْتَنِيْ بِهَا قَلَّ لَكَ عِنْدَهَا صَبْرِيْ، فَيَا مَنْ قَلَّ شُكْرِيْ عِنْدَ نِعْمَتِهٖ فَلَمْ يَحْرِمْنِيْ، وَيَا مَنْ قَلَّ صَبْرِيْ عِنْدَ بَلَائِهٖ فَلَمْ يَخْذُلْنِيْ، وَيَا مَنْ رَآنِيْ عَلَى الذُّنُوْبِ الْعِظَامِ فَلَمْ يَفْضَحْنِيْ وَلَمْ يُهْتِكْ سِتْرِيْ، وَيَا ذَا الْمَعْرُوْفِ الَّذِيْ لَا يَنْقَضِيْ، وَيَا ذَا النِّعَمِ الَّتِيْ لَا تَحُوْلُ وَلَا تَزُوْلُ، صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا۔

অনুবাদঃ হে **আল্লাহ পাক**! তোমার নেয়ামতের তুলনায় আমার কৃতজ্ঞতা কম। পরীক্ষায় আমার ধৈর্য কম। হে ঐ **সত্তা**, যে **তাঁর** নেয়ামতের তুলনায় আমার কৃতজ্ঞতা কম হওয়ার পরও আমাকে সেই নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করোনি। পরীক্ষায় ধৈর্য কম হওয়ার পরও আমাকে অপমানিত করোনি। আমার বড় বড় গুনাহ সম্পর্কে জানার

www.dawateislami.net

পরও আমাকে অপমানিত করোনি। আমার গোপনিয়তা ফাঁস করোনি। **হে সর্বদা অনুগ্রহকারী! হে স্থায়ী নেয়ামত প্রদানকারী! হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **তাঁর** বংশের প্রতি রহমত অবতীর্ণ করো এবং আমার প্রতি দয়া করো আর আমাকে ক্ষমা করে দাও। **(শুয়াবুল ঈমান, ৪/১৪০, হাদীস ৪৫৮৮)**

জয়নুল আবেদীন رضی اللہ عنہ এর গুণান্বিত কবিতা

(এই কালামে আবরী পংতিগুলো ইমাম জয়নুল আবেদীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে সম্পর্কীত, যার উপর হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উর্দূ ভাষায় একই বিষয়বস্তুর পংতি মিলানো হয়েছে।)

এ্যয়সা কোয়ি মুহাররম নেহী পৌঁহছায়ে জু পয়গামে গম
তু হি করম কর দেয় তুঝে শাহে মদীনা কি কসম
হো জব কভী তেরা গুযার বাদে সাবা সোয়ে হারাম
পৌঁহছা মেরী তাসলিম উস জা হে জাহাঁ খাইরুল আনাম

اِنْ نِّلْتِ يَا رِيْحَ الصَّبَا يَوْمًا اِلٰى اَرْضِ الْحَرَم
بَلِّغْ سَلَامِىْ رَوْضَةً فِيْهَا النَّبِىُّ الْمُحْتَشَم

মে দূঁ তুঝে উন কা পাতা গর না তো পৌঁহছানে সাবা
হক নে ইনহি কে ওয়াস্তে পয়দা কিয়ে আরদ ও সমা
রুখসার সুরজ কি তরাহ হে চেহরা উন কা চান্দ সা
হে জাতে আলাম কি পানা আউর হাত দরিয়া জুদ কা

www.dawateislami.net

مَنْ وَّجْهُهٗ شَمْسُ الضُّحٰى مَنْ خَدُّهٗ بَدْرُ الدُّجٰى

مَنْ ذَاتُهٗ نُوْرُ الْهُدٰى مَنْ كَفُّهٗ بَحْرُ الْهِمَمْ

হক নে উনহে রহমত কাহা অউর শাফেয়ে ইসইয়াঁ কিয়া
রুতবা মে ওহ সবচে সিওয়া হে খতম উন সে আম্বিয়া
ওহ মাহবিতে কুরআন হে নসিখ হে জু আদইয়াত কা
পৌঁহছা জু ইয়ে হুকমে খোদা সারে সহিফে থে ফানা

قُرْاٰنُهٗ بُرْهَانُنَا نَسَخَ لِاَدْيَانٍ مَّضَتْ

اِذْ جَائَنَا اَحْكَامُهٗ كُلُّ الصُّحُفِ صَارَ الْعَدَمْ

ইউ তো খলিলে কিবরিয়া অউর আম্বিয়ায়ে বাসাফা
মাখলুখ কে হে পেশওয়া সব কো বড়া রুতবা মিলা
লেকিন হে উন সব সে সিওয়া দুররে এতিমে আমিনা
ওহ হি জিনহে কেহতে হে সব মুশকিল কোশা হাজত রাওয়া

يَا مُصْطَفٰى يَا مُجْتَبٰى اِرْحَمْ عَلٰى عِصْيَانِنَا

مَجْبُوْرَةٌ اَعْمَالُنَا طَمَعُنَا وَّ ذَنْبًا وَّ الظُّلَمْ

এয় মাহে খোবানে জাহাঁ এয় ইফতিভারে মুরসালিঁ
গো জ্বলওয়া গর আ'খির হোয়ে লেকিন হো ফখর আউয়ালিঁ
ফুরকত কে ইয়ে রঞ্জ ও এনা আব হো গেয়ে হদ সে সিওয়া
ইস হিজর কি তালওয়ার নে কলব ও জিগর যখমী কিয়া
ওহ লোগ খোশ তাকদীর হে অউর বখত হে উন কা রাসা
রাহতে হে জু উস শেহের মে জিস মে কেহ তুম হো খাসরওয়া
সব আউয়ালিন ও আখিরিঁ তারে হে তুম মোহরে মুবিঁ
ইয়ে জগমগায়ে রাত ভর চমকে জু তুম কোয়ি নেহী

www.dawateislami.net

اَكْبَادُنَا مَجْرُوْحَةٌ مِّنْ سَيْفِ بِجْرِ الْمُصْطَفٰى
طُوْبٰى لِاَهْلِ بَلْدَةٍ فِيْهَا النَّبِيُّ الْمُحْتَشَم

এ্যয় দু জাগা পর রহমে হক তুম হো শফিউল মুজমিঁ
হে আ'প হি কা আ'সরা জব বোলেঁ নফসী মুরসালিঁ
উস বেকসি কে ওয়াক্ত মে জব কোয়ি ভি আপনা নেহী
হাম বেকসোঁ পর হো নযর এ্যয় রহমাতুল্লিল আলামিন

يَا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ اَنْتَ شَفِيْعُ الْمُذْنِبِيْن
اَكْرِمْ لَنَا يَوْمَ الْحَزِيْنِ فَضْلًا وَّ جُوْدًا وَّ الْكَرَم

ইস সালিকে বদকার কা গো হাশর মে কোয়ি নেহী
লেকিন উসে কিয়া খউফ হো জব আ'প হে ইস কি মঈঁ
মুজরিম হোঁ মে গাফফারে রব অউর তুম শফিউল মুযনিবিঁ
ফির কিউঁ কাহোঁ বেকস হোঁ মে ইয়া রাহমাতুল্লিল আলামিঁ

يَا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْن اَدْرِكْ لِزَيْنِ الْعَابِدِيْن
مَحْبُوْسِ اَيْدِى الظَّالِمِيْن فِيْ مَرْكَبٍ وَّالْمُزْدَحِم

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

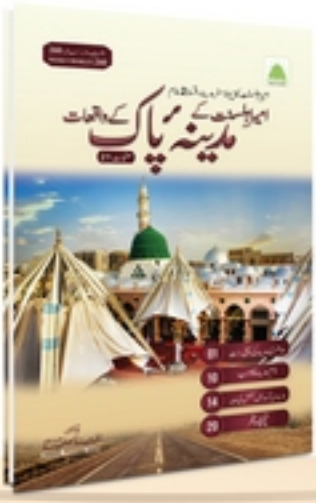

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net